পশ্চিমবঙ্গে বার্ড ফ্লু ! পরিস্থিতি ভয়াবহ ।

অনেক টালবাহানার পর সরকারি ঘোষণাটি করা হল -- 'পশ্চিমবঙ্গে বার্ড ফ্লু ছড়িয়েছে ', কিন্তু যথেষ্ট দেরী হল । এর মধ্যে পাখির এই ভয়ঙ্কর অসুখ বেশ ক'টি জেলায় মহামারীর আকার ধারণ করেছে ।

কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেত । হু'র (WHO) নির্দেশিকায় এই আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা আছে । সে নির্দেশনামা পালন করা হল না কেন ? কারণ রাজনীতি । কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যদপ্তর অপেক্ষা করছিল , যেমন --

(ক) বার্ড ফ্লু হয়েছে সেটা ঘোষণা করা যাবে কিনা
(খ) এর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা এবং কারা দেবে
(গ) ক্ষতিপূরণ কারা দেবে ।

আর কে না জানে এই রাজ্যে সরকারি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যাপারে ''আমাদের লোক'' ''ওদের লোক'' আসবেই ।

আগে থেকে কী করা যেতে পারত ?

১. বার্ড ফ্লু , সার্স পরিযায়ী (migratory) পাখিদের মাধ্যমে ছড়ায় । পরিযায়ী পাখিদের ওপর নজরদারী রাখার জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া লোকেদের নিয়োগ করা যেতে পারত ।
২. প্রমোটারদের হাতে জলাভূমিগুলো (যেখানে পরিযায়ী পাখিরা আসে) অবাধে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারত ।
৩. বাংলাদেশে সাম্প্রতিক 'সিচার'-এর ধ্বংসলীলার ফলে বর্ডার লাগোয়া রাজ্যগুলির পরিবেশ কতটা দূষিত হয়েছে, তার ফলে আক্রান্ত পশুপাখি থেকে মানুষের মধ্যে সার্স বার্ড ফ্লু প্রভৃতি অসুখের সংক্রমণ হয়েছে কিনা, বর্ডারের দু'পাশে মানুষের এবং পশুপাখির পারাপারের গতিপ্রকৃতি -- এইসব বিষয়গুলির ওপর নজরদারী বাড়ানো যেতে পারত ।
৪. এইসব নজরদাররা মাঝেমাঝেই কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারগুলিতে পশুপাখির মলমূত্র ইত্যাদির নমুনা পাঠাতে পারত, বিশেষ করে সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে হঠাৎ করে প্রাণীদের মৃত্যু হচ্ছে ।

এখন কী করা যেতে পারে ?

১. এ রাজ্যের সমস্ত বর্ডার সিল করে দেওয়া
২. হু (WHO) নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে হাঁস-মুরগীর নিধন সঠিক পদ্ধতিতে করা এবং যাতে অন্যদের মধ্যে রোগ না ছড়ায় তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া
৩. স্বাস্থ্যকর্মীদের সঠিক তথ্য সরবরাহ করা এবং তথ্য গোপন না করা
৪. বার্ড ফ্লু এলাকাগুলিতে সমীক্ষা চালানো এবং সর্দিকাশিজ্বরে আক্রান্ত লোকেদের মধ্যে বার্ড ফ্লু'র সংক্রমণ ছড়িয়েছে কিনা তার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা
৫. টিকা দেওয়া, দ্রুত, ব্যাপক হারে, যে কোনো মূল্যে ।

মনে রাখতে হবে সংক্রামক রোগের মারণক্ষমতা , বিশেষ করে 'ফ্লু'র মারণক্ষমতা , পরমাণু বোমার চেয়েও বেশি । এটা সবার আগে বোঝা দরকার রাজনীতির কর্তাদের যারা দেশটাকে চালাচ্ছেন ।

ডা. অসীম চট্টোপাধ্যায়